# কোয়ান্টাম মেথড-৩

# চাইলেই পাওয়া যায়!!?

**-মুফতী শরীফুল আজম**

আল্লাহ পাকের কাছে নশ্বর এই দুনিয়া যদি মশার ডানা তুল্য হতো, তবে কোনো কাফেরকে সেখান থেকে সামান্য এক ঢোক পানিও পান করাতেন না। দুনিয়া যেমন মূল্যহীন, দুনিয়ার চাওয়া-পাওয়া তেমনই মূল্যহীন। ইহকালের প্রাপ্তি তেমন কোনো অর্জন নয়। তদ্রুপ এ জগতের বঞ্চনা তেমন হতাশার কারণ নয়। আসল ও স্থায়ী জীবন হচ্ছে আখেরাতের জীবন, তাই আখেরাতের চাওয়া-পাওয়াই মুখ্য ও গুরুত্ববহ। এবং আখেরাতের স্বার্থ রক্ষার্থেই সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন জরুরি। আখেরাতের সকল অর্জনের চাবিকাঠি হচ্ছে ঈমান। পার্থিব সকল চাওয়াগুলো যদি কারো ক্ষেত্রে পাওয়ায় রূপান্তরিত হয় অথচ সে ঈমান ছাড়া দুনিয়া ত্যাগ করে তবে আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনে সে হবে রিক্তহস্ত। কোয়ান্টামের "যা চাই তাই পাবো" সাধনা করতে গিয়ে নিজের অজান্তে ঈমানের মতো মহামূল্যবান দৌলত বিসর্জন দেয়া হচ্ছে কি না, তা ভেবে দেখা দরকার। কোনো গুপ্তঘাতক সংগোপনে মুমিনকে মুরতাদ বানানোর অপচেষ্টায় লিপ্ত কি না চিন্তা করা প্রয়োজন।

কোয়ান্টাম মেথড মানুষের জাগতিক ও মানবিক সমস্যা সমাধানের জন্যে উদ্ভাবন করেছে কতক জীবনদৃষ্টি বা নযরিয়া। তার অন্যতম হচ্ছে **"মনে মনে সব সময় বলুন- আমি এক অনন্য মানুষ। আমার আত্মিক ক্ষমতা অসীম। যা চাই তাই পাব।"** (কোয়ান্টাম কণিকা-১৫) এরই আলোকে কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাসের "আমার বিশ্বাস" প্রবন্ধে লেখা হয়েছে যে, **"চাইলেই পাওয়া যায়। আমার অন্তত কোনো সন্দেহ নেই তাতে।"** (কো.উ. ১০)

**অর্থাৎ দাতা আল্লাহ তা'আলা/গড/ভগবান/প্রকৃতি যেই হোক না কেন, সেটা মুখ্য বিষয় নয়। বরং 'চাইলেই পাওয়া যায়' এ বিশ্বাসের বলে লক্ষ্য অর্জিত হওয়া একটি বৈজ্ঞানিক সত্য। কোয়ান্টামের মতে, আল্লাহ/গড/ভগবান/প্রকৃতি যে কেউ দাতা হতে পারে। তাই কোয়ান্টাম সদা শোকরগোজারের শিক্ষা দেয় এভাবে "দিনে বারবার বলব শোকর আল হামদুলিল্লাহ/থ্যাংকস গড/হরি ওম/প্রভুকে ধন্যবাদ।" (কোয়ান্টাম কণিকা-২৩৯)**

অর্থাৎ মনের যে অসীম ক্ষমতা রয়েছে (নাউযুবিল্লাহ) সেই ক্ষমতা বলেই সব কিছু অর্জন করা সম্ভব। অথচ মন-মস্তিষ্কের ক্ষমতার ওপর শতভাগ আস্থাশীল হয়ে আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো কিছু পাওয়ার আশা করা তাওয়াক্কুল পরিপন্থী।

তাওয়াক্কুল তথা আল্লাহর ওপর ভরসা করা ইসলামের অন্যতম ফরয একটি বিধান। সকল চাওয়া পাওয়ার ক্ষেত্রে এক আল্লাহর ওপর আস্থা রাখাই হচ্ছে তাওয়াক্কুলের শিক্ষা। যা অনেকটা উকিল নিযুক্তির মতো ব্যাপার। যেভাবে কোনো কাজ নিজে সম্পাদন করা সম্ভব না হলে তা অন্য কারো হাতে সোপর্দ করে দেয়া হয় এবং তার দিকনির্দেশনা অনুযায়ী, তার ওপর আস্থাশীল হয়ে সম্পন্ন করা হয়। ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহর হাতে সকল কার্যাদি সোপর্দ করে শরীয়তের বিধান মতে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়াই হচ্ছে তাওয়াক্কুল। অর্থাৎ প্রতিটি ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালাকে মূল নিয়ন্তা বিশ্বাস করে নিজের সকল চেষ্টাকে তার অনুগত করে দেয়া। বস্তুবাদীদের মতো বস্তুকে স্বতন্ত্র ক্ষমতার মালিক মনে করা হারাম ও ভ্রান্ত মত। তবে বস্তুর মাঝে আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা রয়েছে এ কথা মানতে হবে। (শরীয়ত ও তরীকত-হাকীমুল উম্মত থানভী (রহ.) পৃ. ১২২)

পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াতে মুমিনদের প্রতি তাওয়াক্কুলের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে :

"অতপর যখন কোনো কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন তখন আল্লাহ তা'আলার ওপর ভরসা করুন। আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীদের ভালোবাসেন। যদি আল্লাহ তোমাদের সহায়তা করেন, তাহলে কেউ তোমাদের ওপর পরাক্রান্ত হতে পারবে না। আর যদি তিনি তোমাদের সাহায্য না করেন, তবে এমন কে আছে, যে তোমাদের সাহায্য করতে পারে? আর আল্লাহর ওপরই মুসলমানগণের ভরসা করা উচিত।"(সূরা আলে-ইমরান-১৫৯-৬০)

"আপনি বলুন, আমাদের কাছে কিছুই পৌঁছবে না, কিন্তু যা আল্লাহ আমাদের জন্য রেখেছেন, তিনি আমাদের কার্যনির্বাহক। আল্লাহর ওপরই মুমিনদের ভরসা করা উচিত।"
(সূরা আত-তাওবাহ-৫১)

"আল্লাহ তিনি ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই। অতএব মুমিনগণ আল্লাহর ওপর ভরসা করুক।"
(সূরা আত- তাগাবুন-১৩)

"নির্দেশ আল্লাহরই চলে। তাঁরই ওপর আমি ভরসা করি এবং তাঁরই ওপর ভরসা করা উচিত ভরসাকারীদের।"
(সূরা ইউসুফ-৬৭)

"আপনি ভরসা করুন পরাক্রমশালী পরম দয়ালুর ওপর।"
(সূরা আশশো'আরা-২১৭)

"আপনি সেই চিরঞ্জীবের ওপর ভরসা করুন, যার মৃত্যু নেই।"
(সূরা আল-ফুরকান-৫৮)

"আপনি আল্লাহর ওপর ভরসা করুন কার্যনির্বাহীরূপে আল্লাহই যথেষ্ট।" (সূরা আল-আহযাব-৩)

এ সকল আয়াতের শিক্ষা হলো বস্তুর ওপর আস্থাশীল হওয়ার পরিবর্তে এক আল্লাহর ওপর ভরসা রাখতে হবে। বস্তু হলো পার্থিব উপকরণ, যা এক যবনিকা বিশেষ। এই যবনিকার অন্তরালে যে শক্তি সক্রিয় রয়েছে তা আল্লাহরই। তাঁর ইশারা ছাড়া বস্তুজগতে কিছু সংঘটিত হতে পারে না। তিনিই আমাদের কার্যনির্বাহক ও সাহায্যকারী। তাই মুমিনের জন্য আবশ্যক হলো সর্বক্ষেত্রে তাঁর ওপর আস্থা ও ভরসা রাখা। পার্থিব উপায়-উপকরণকে নিছক মাধ্যম হিসেবে অবলম্বন করা। আর এ কথা বিশ্বাস করা যে, এগুলোর ওপর ভালো-মন্দ নির্ভরশীল নয়। বরং সকল চেষ্টা ও তদবিরের ফলাফল দানের মালিক হলেন একমাত্র আল্লাহ।

কোয়ান্টামের 'চাইলেই পাওয়া যায়' অথবা 'যা চাই তাই পাব' এ ধরনের বিশ্বাসের মাঝে তাওয়াক্কুলের মহান শিক্ষা চরমভাবে উপেক্ষিত হয়েছে। এখানে আল্লাহ তা'আলার ওপর আস্থা ও ভরসার পরিবর্তে মন-মস্তিষ্কের ক্ষমতার ওপর আস্থাশীল হয়ে চাওয়াকে পাওয়ায় রূপান্তরিত করার কথা বলা হয়েছে। আর এ বিষয়টির সম্ভাব্যতাকে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, ***"বিশ্বাসের প্রথম প্রভাব পড়ে মনে। মন প্রোগ্রাম পাঠায় মস্তিষ্কে। আর মস্তিষ্ক আপনার পারার ইচ্ছাটা বাস্তবতায় রূপান্তরিত করে।"*** (কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস-৬)

**"আসলে মন-দেহের অফুরন্ত পুনরুজ্জীবনী ক্ষমতা ও বিশ্বাসের শক্তিই সকল মানবীয় সম্ভাবনাকে বাস্তবরূপ দেয়।"** (ঐ-৮) অর্থাৎ মানুষের যে কোনো ইচ্ছা বা চাওয়া বাস্তবরূপ লাভ করে মন-মস্তিষ্কের বলে। তাহলে মন-মস্তিষ্কই হলো এর বাস্তবরূপদাতা ও প্রকৃত কার্যনির্বাহক। এখানে আল্লাহর ওপর ভরসার কোনো প্রশ্ন নেই।

এ বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে 'আমার বিশ্বাস' শিরোনামের প্রবন্ধে। বলা হয়েছে, **"কে কোন ধর্মে বিশ্বাসী", সেটা কোনো ব্যাপার নয়। যে যেভাবেই করুন, মেডিটেশন চর্চার মাধ্যমে অন্যায় স্বার্থসিদ্ধি ছাড়া আর সবই পাওয়া সম্ভব; তা আপনি হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান যা-ই হোন কিংবা না হোন। এটা পরীক্ষিত বৈজ্ঞানিক সত্য।"** (ঐ পৃঃ-১০) অর্থাৎ মেডিটেশন তথা ধ্যান চর্চার মাধ্যমে যে কোনো লক্ষ্য অর্জন সম্ভব। এটা বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষিত, এখানে আল্লাহর ওপর ভরসা করা না করার কোনো আলোচনা নেই। আল্লাহর ওপর ঈমান আছে কি না তাও দেখার বিষয় নয়। বরং চাইলেই পাওয়া যায় এটাই বৈজ্ঞানিক সত্য। কোয়ান্টামের এ সকল জীবনদৃষ্টি কখনো মুমিন-মুসলমানের বিশ্বাস হতে পারে না। পবিত্র কুরআনে বারবার যেখানে আল্লাহর ওপর ভরসার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহই সকল ক্ষেত্রে কার্যনির্বাহী বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। সেখানে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার ভিত্তিতে মন-মস্তিষ্কের ওপর আস্থাশীল হওয়ার শিক্ষা বস্তু পূজার অন্তর্ভুক্ত। বস্তুবাদীরা আদতেই তকদীর ও

তাওয়াক্কুলে বিশ্বাসী নয়। তারা পার্থিব উপায়-উপকরণকেই আল্লাহর স্থলাভিষিক্ত করে রেখেছে। অথচ ইসলামের শিক্ষা হলো সকল উপকরণ অবলম্বন করে ফলাফলের জন্য আল্লাহর ওপর ভরসা করা। ফলাফল বস্তুর অধীন নয় বরং আল্লাহর ইচ্ছাধীন। মন-মস্তিষ্কের অধীন নয়; বরং আল্লাহর হুকুমের অধীন। মুমিন হতে হলে এমন বিশ্বাস পোষণ করতে হবে, কোয়ান্টামের 'বৈজ্ঞানিক সত্য' বিশ্বাস নয়।

আল্লাহ তা'আলার ওপর ভরসা না করে মন-মস্তিষ্কের ক্ষমতাবলে লক্ষ্য অর্জন করতে চাইলে কিরূপ বিপর্যয় আসতে পারে তার একটি নমুনা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। ঘটনাটি ইসলামপূর্ব যুগের। হযরত ঈসা (আ.)-এর আকাশে উত্থিত হওয়ার কিছুকাল পরে ঘটেছিল। ইয়ামেনের রাজধানী সান-আ থেকে ছয় মাইল দূরে একটি উদ্যান ছিল। যার মালিক ছিল আহলে কিতাব। উদ্যানে উৎপাদিত ফসলের একটি অংশ সর্বদা-মিসকিনদের দান করা ছিল তার অভ্যাস। সে লোকের মৃত্যুর পর তার তিন পুত্র উদ্যানের উত্তরাধিকারী হলো। তারা ফকিরদের অংশ দেয়ার প্রথাটি বাতিল করার হঠকারী সিদ্ধান্ত নিল এবং খুব ভোরে সকলের অগোচরে ফসল তুলে আনার জন্য রওনা করল। এই পরিকল্পনায় তাদের নিজেদের ওপর এত আস্থা ছিল যে আল্লাহর ওপর ভরসা করে ইনশাআল্লাহ বলারও প্রয়োজন মনে করল না। অথচ ইনশাআল্লাহ বলে কোনো কাজের ইচ্ছা করা হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশ। তাওয়াক্কুলের এ নির্দেশ উপেক্ষা করার ফলে তাদের স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে গেল। ইরশাদ হচ্ছে– "আমি তাদের পরীক্ষা করেছি, যেমন পরীক্ষা করেছি উদ্যান ওয়ালাদের, যখন তারা শপথ করেছিল যে, সকালে বাগানের ফল আহরণ করবে, ইনশাআল্লাহ না বলে। অতপর আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে বাগানে এক বিপদ এসে পতিত হলো। যখন তারা নিদ্রিত ছিল। ফলে সকাল পর্যন্ত হয়ে গেল ছিন্নবিচ্ছিন্ন তৃণসম।" (সূরা আল-কলম ১৭-২০)

অতএব ইনশাআল্লাহ বলে আল্লাহর ওপর ভরসা স্থাপন ছাড়া মন-মস্তিষ্কের ক্ষমতাবলে "যেখানে দরকার সেখানে যাব। যা প্রয়োজন তাই নেব। "যা চাই তাই পাব।" এ ধরনের জীবনদৃষ্টি বিজ্ঞানসম্মত হলে হতে পারে কিন্তু কুরআন-সুন্নাহর দৃষ্টিতে এটা ঈমানবিনাশী হিসেবে গণ্য হবে।

এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, কোয়ান্টামের মতে চাইলেই পাওয়া যায় কথাটি যদি ঠিক হয়, তাহলে দেয় কে? কোয়ান্টামের ভাষায় এর উত্তর দেয়া হয়েছে "আমার বিশ্বাস" নামক প্রবন্ধে। চাইলেই পাওয়া যায়। তবে চট করে না। ধৈর্যের সাথে সঠিক নিয়মে ধ্যান চর্চা করলে লক্ষ্যবস্তু চলে আসবে হাতের মুঠোয়। কেন আসবে? "কেন আসবে, তার ব্যাখ্যা একেকজনের কাছে একেক রকম। বিশ্বাসী সেটাকে পরমেশ্বরের দান হিসেবে গ্রহণ করবে; আর যাঁরা মনে করেন প্রকৃতিই আমাদের নিয়ন্তা, তাঁরা অনুভব করবেন একান্তভাবে কিছু চাইলে সেটা পাওয়া যায়–এটাই প্রকৃতির নিয়ম।" (কো.উ.-১০) অর্থাৎ দাতা আল্লাহ তা'আলা/গড/ভগবান/প্রকৃতি যেই হোক না কেন, সেটা মুখ্য বিষয় নয়। বরং 'চাইলেই পাওয়া যায়' এ বিশ্বাসের বলে লক্ষ্য অর্জিত হওয়া একটি বৈজ্ঞানিক সত্য। কোয়ান্টামের মতে, আল্লাহ/গড/ভগবান/প্রকৃতি যে কেউ দাতা হতে পারে। তাই কোয়ান্টাম সদা শোকরগোজারের শিক্ষা দেয় এভাবে "দিনে বারবার বলব শোকর আল হামদুলিল্লাহ/থ্যাংকস গড/হরি ওম/প্রভুকে ধন্যবাদ।" (কোয়ান্টাম কণিকা-২৩৯)

অথচ কুরআন-সুন্নাহর দৃষ্টিতে দাতা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। দেবার অধিকার ও ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই। এটাই তাওহীদের শিক্ষা। শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহ.) বলেন, আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী হতে হলে চার স্তরের তাওহীদে বিশ্বাস করতে হবে। এর কোনো এক স্তরকে বাদ দিলে একত্ববাদী হওয়া যাবে না।

(ক) *توحيدذات* অর্থাৎ অনাদি-অনন্ত, চিরঞ্জীব একমাত্র আল্লাহ অন্য কেউ নয়।

(খ) *توحيدخلق* অর্থাৎ স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ অন্য কেউ নয়।

(গ) *توحيدتدبير* অর্থাৎ সমগ্র জগতের একমাত্র নিয়ন্তা আল্লাহ, অন্য কেউ নয়।

(ঘ) *توحيدالوہيت* অর্থাৎ একমাত্র উপাস্য আল্লাহ অন্য কেউ নয়। (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ-১/১৭৬)

বিধায় বান্দার চাওয়া-পাওয়া নিয়ন্ত্রণ করেন একমাত্র আল্লাহ। বান্দার কোনো ইচ্ছা পূরণ হবে কোনটি পূরণ

হবে না এসবই তাঁর ইচ্ছাধীন। দেয়ার ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো হাতে নেই। এর বিপরীত গড/ওম/প্রকৃতির কার্যনির্বাহী ক্ষমতা মেনে নেয়া হলে তা হবে তাওহীদের তৃতীয় স্তর পরিপন্থী একটি ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি। এমন ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি প্রচারের মাঝে কোয়ান্টামের কোনো সৎ উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। মানুষের হিত কামনা যদি তাদের উদ্দেশ্য হতো তবে গড/ওম/প্রকৃতি পূজারিদের নিজ নিজ ধর্ম পালনে উদ্বুদ্ধ করার পরিবর্তে সত্য ধর্ম ইসলামের প্রতি আহ্বান করত। যা আল্লাহর কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম ও মুক্তির একমাত্র পথ। এবং জীবনযাপনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের দিকে আহ্বান না করে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর আদর্শ তথা সুন্নাতের দিকে আহ্বান করত।

এবার আসুন 'চাইলেই পাওয়া যায়' দাবিটি কতটুকু বাস্তব তা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে যাচাই করে দেখি। মানুষের সকল চাহিদা পূরণ হবার জায়গা দুনিয়া নয়। চাইলেই পাওয়া সম্ভব যদি হতো তাহলে পৃথিবী স্বর্গে পরিণত হতো। কারণ স্বর্গ তথা জান্নাতেই কেবল সকল চাহিদা পূরণ হওয়ার গ্যারান্টি রয়েছে। আর পার্থিব জীবনের চাহিদাগুলো পূরণ হওয়ার কোনো নিশ্চয়তা নেই। যাকে যতটুকু দেবার সিদ্ধান্ত আল্লাহ পাক করেন সে ততটুকুই পায়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে– "যে শুধু দুনিয়ার আশু সুখসম্ভোগ কামনা করে আমি যতটুকু ইচ্ছা এবং যাকে ইচ্ছা এখানেই সত্বর দিয়ে থাকি। পরে তার জন্য দোজখই ঠিক রেখেছি, সে তাতে প্রবেশ করবে, নিন্দিত ও অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত অবস্থায়।" (সূরা বনী ইসরাঈল-১৮) এই আয়াতে চাইলেই পাওয়া যাওয়ার কোনো নিশ্চয়তা দেয়া হয়নি। বরং এর জন্য দুইটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। এক ما نشاء আমি যা ইচ্ছা দেব। দুই لمن نريد যাকে ইচ্ছা দেব। বোঝা গেল, এখানে সকল চাওয়া পূর্ণ হবে না এবং সকলের চাওয়া পূর্ণ হবে না। এখানে আল্লাহ পাক যাকে যতটুকু ইচ্ছা দিয়ে দেবেন। অতএব মানুষের সকল প্রত্যাশা পূরণ হওয়ার সুযোগ পার্থিব এ জগতে রাখা হয়নি। এমন সুযোগ থাকবে শুধুমাত্র জান্নাতে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে– "নিশ্চয় যারা বলে আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, অতঃপর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভয় করো না। চিন্তা করো না এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শোনো। ইহকাল ও পরকালে আমরা তোমাদের বন্ধু। সেখানে তোমাদের জন্যে আছে যা তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্যে আছে যা তোমরা দাবি কর। (সূরা হামীম-সেজদা ৩০-৩১)

তাই এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, কুরআনে পাকের এ সকল স্পষ্ট ঘোষণার বিপরীত কোয়ান্টামের মনগড়া বৈজ্ঞানিক জীবনদৃষ্টি ঈমান ধ্বংসের চোরাবালি। প্রকৃত সত্য হচ্ছে চাইলে পাওয়া যাওয়ার স্থান দুনিয়া নয়, আখেরাত। এটাই মুমিনের বিশ্বাস।

'চাইলে পাওয়া যায়' কোয়ান্টামের এমন দাবিকে মিথ্যা বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে পবিত্র কুরআনে। এবং দৃঢ়তার সাথে মানবজাতিকে এ কথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, ইহকাল ও পরকালের সকল কর্তৃত্বের মালিক একমাত্র আল্লাহ। তিনি মঞ্জুর না করলে মানুষের কোনো চাহিদাই পূরণ হবে না। আরবের কাফের মুশরিকগণ লাত/উয্যা/মানাত-দেবতার সুপারিশ লাভের প্রত্যাশী ছিল। পরকালে বিশ্বাসী না হয়েও তারা পরকালের কল্যাণ লাভের আশাবাদী ছিল। মক্কা ও তায়েফের বড় বড় নেতাদের কাছে ওহী অবতীর্ণ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করত। তাদের এ সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা কখনোই পূরণ হবে না। বরং সব সিদ্ধান্ত আল্লাহর ইচ্ছাধীন বলে ঘোষণা করে দেয়া হয়েছে।

ইরশাদ হচ্ছে–

ام للانسان ما تمنى فلله الاخرة والاولى

"মানুষ যা চায়, তাই কি পায়? অতএব, পরবর্তী ও পূর্ববর্তী সব মঙ্গলই আল্লাহর হাতে।" (সূরা আন নাজ্‌ম ২৪-২৫) যদিও আয়াতটি আরবের কাফের-মুশরিকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু এখানে কেয়ামত অবদি সকল মানুষের জন্য এ কথার শিক্ষা রয়েছে যে মানুষ যা চায় তা পায় না বরং আল্লাহ পাক যা চান তাই হয়। তিনি দান করলে বান্দারা পায়, অন্যথায় তাদের চাওয়া অধরা থেকে যায়। মুমিন হতে হলে এমন বিশ্বাসই পোষণ করতে হবে এবং বলতে হবে চাইলে পাওয়া যায় না বরং দিলে পাওয়া যায়। আল্লাহ তা'আলা দান করলে পাব, অন্যথায় পাব না। এর বিপরীত মন-মস্তিষ্কের বলে "যা চাই তাই পাব" অথবা "চাইলেই পাওয়া যায়" এমন বিশ্বাস বস্তুপূজার অন্তর্ভুক্ত এবং তাওয়াক্কুলের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।